প্রচ্ছদ

প্রজন্ম কথা

Voice of the generation

PROJANMO Kotha

মার্চ ২০১৩

নারীর অবস্থান: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

‘স্বাধীনতা’ – অধিকার, দায়িত্ব এবং দায়ভার

পিএসটিসি
কমিউনিটি প্যারামেডিক
ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট

ভর্তি চলছে

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) পরিচালিত

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অধিভুক্ত ও নিবন্ধিত কোর্স

কোর্স সংক্রান্ত তথ্যাবলী

২ বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

৬ মাসে ১টি সেমিস্টার হিসেবে মোট ৪টি সেমিস্টার

ভর্তির সময় সূচি:

- আগে আসলে আগে ভর্তি হবেন, ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়
- প্রতিদিন (রবিবার – বৃহস্পতিবার) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ক্লাস কার্যক্রম চলে
- কোর্স শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়

ভর্তির যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাশের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- জন্মনিবন্ধন সনদ অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- চার (৪) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

কোর্স-কালীন সুবিধাসমূহ

- ভাল রেজাল্ট এর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা
- প্রয়োজনে নির্ধারিত ফি তে থাকার ব্যবস্থা
- উপযুক্ত উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত নিজস্ব ক্লিনিকসমূহে ইন্টার্নশিপের সুব্যবস্থা

কোর্স সম্পন্ন করার পর চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগসমূহ

- স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লিনিকে ভাল বেতনে চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগ
- সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- সূর্যের হাসি, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য এনজিও ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার হিসাবে কাজ করতে পারবেন
- বিদেশে প্যারামেডিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন

আর্থিক তথ্য (সেমিস্টার অনুযায়ী)

১ম সেমিস্টার		২য় সেমিস্টার		৩য় সেমিস্টার		৪র্থ সেমিস্টার	
ভর্তি ফি:	১০,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-
মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪০০০/-
সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪০০০/-	সর্বমোট	১৬,০০০/-	সর্বমোট	১৬,০০০/-	প্র্যাকটিক্যাল ফি:	১০,০০০/-
সর্বমোট	২৬,০০০/-					সর্বমোট	২৬,০০০/-

(ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর নিয়ম অনুযায়ী হবে যা ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে জানানো হয়)

pstc
working for population & development

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

পিএসটিসি ভবন, প্লট # ০৫, মেইন রোড, ব্লক- বি, আফতাব নগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

ফোন: ৯৮৫৩২৮৪, ৯৮৮৪৪০২, ৯৮৫৭২৮৯, E-mail: pstc.cpti@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

সম্পাদক
ড. নূর মোহাম্মদ

প্রকাশনা সহযোগী
সাবা তিনি শিমু
সারারা মুশাররাত তূর্ণা

আলোকচিত্রী
হোসেন আনোয়ার

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ২
নারীর অবস্থান:
প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

পৃষ্ঠা ৬
'স্বাধীনতা' - অধিকার, দায়িত্ব এবং দায়ভার

পৃষ্ঠা ৮
পিএসটিসি'র বসন্ত বরণ

পৃষ্ঠা ১০
বালুখালি হেলথ ক্যাম্প পরিদর্শন

পৃষ্ঠা ১০
সমন্বিত যৌন শিক্ষা নিয়ে ওয়ার্কশপ

পৃষ্ঠা ১২
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

পৃষ্ঠা ১৪
হিয়ার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ফলাফল
শেয়ারিং সেশন অনুষ্ঠিত

পৃষ্ঠা ১৫
পিএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার
(অব.) আবদুর রউফের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

পৃষ্ঠা ১৬
ইয়ুথ কর্ণার

সম্পাদকীয়

নারী- পুরুষ সমতার বিষয়টি এখন অনেকটাই ইতিবাচকতা লাভ করলেও এই পৃথিবী এখনও পুরোপুরি সমতা বা সাম্যতায় আসেনি। আমরা এগিয়েছি বটে, তবে আমাদেরকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সারা বিশ্বজুড়ে নারীকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা, শোষণ এবং নারীর প্রতিসহিংসতা এখনও দৃশ্যমান। নারীরা সার্বক্ষণিকভাবে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হচ্ছে তারা।

যদিও আমরা নারী নেতৃত্বাধীন দেশে বাস করছি, তা সত্ত্বেও প্রতিটি ক্ষেত্রে পদদলিত থাকছে আমাদের দেশের নারীরা। এত কিছুর পরেও মনে আশার আলো জাগে যখন দেশের নারীদের বিভিন্ন উন্নতির খবর দেখতে পাই। দেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ২০১০ এ ছিল ১৬.২ মিলিয়ন, ২০১৬-১৭ তে তা উন্নীত হয়েছে ১৮.৬ মিলিয়নে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত বৈশ্বিক লিঙ্গ বিভাজন সূচক (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স) ২০১৭ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪ দেশের মধ্যে ৪৭তম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ২০০৮ সালে মেয়ে শিক্ষার্থীর হার ছিল ৫৭%, ২০১৭ তে তা বেড়ে হয়েছে ৯৫.৪%।

নারীর ক্ষমতায়নের ধারনা আর এ সম্পর্কিত নানা পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ জেন্ডার সমতার ব্যাপারে উন্নতি করছে। আর এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংস্থাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এবং মাঝে মধ্যে তারা সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নারীত্বকে বরণ করতে প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। যেসব খাতে নারীদের উন্নতিতে বিশ্বের আরেকটু নজর দেয়া প্রয়োজন, সেগুলো মাথায় রেখে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অর্জনকে উদযাপন করতেই পালিত হয় এই নারী দিবস। এই দিবসকে জাতিসংঘের নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক শান্তির দিবস বলেও অভিহিত করা হয়।

মার্চ মাসেই রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এ গভীর রাতে পাকিস্তানের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে ঘোষিত স্বাধীনতাকে স্মরণ করে পালিত হয় আমাদের স্বাধীনতা দিবস। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধেও ছিল নারীদের অসামান্য অবদান। প্রত্যক্ষ যোদ্ধা হিসেবে, গুপ্তচর, সেবা প্রদানকারী, চিকিৎসকসহ সব ভূমিকায় সে সময়ে আমাদের নারীরা উপস্থিত ছিলেন, অবদান রেখেছেন।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে যে কোন উপায়ে নিজের দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আমাদের উচিৎ আমাদের নারীদের আরও অনুপ্রেরণা দেয়া এবং তাদের জন্য পথ তৈরি করে দেয়া যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা পুরুষের সাথে সমন্বিত ভাবে এগিয়ে চলতে পারে এবং প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারে।

সম্পাদক

প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: আবদুর রউফ
প্রকাশক ও সম্পাদক: ড. নূর মোহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি), বাড়ী # ৯৩/৩, লেভেল ৪-৬, রোড # ৮, ব্লক-সি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন: ০২-৯৮৫৩৩৬৬, ০২-৯৮৫৩২৮৪, ০২-৯৮৮৪৪০২। ই-মেইল: projanmo@pstc-bgd.org
এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের সহায়তায়

নারীর অবস্থান: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

সারারা মুশাররাত তূর্ণা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যের গান গেয়ে সমাজের কল্যাণকর সকল কাজে পুরুষের সমান নারীর ভূমিকাকে স্বীকার করে নিলেও, বেশিরভাগ মানুষই তা মেনে নেয় না। নারীরা সবসময়েই পিছিয়ে যাচ্ছে সমাজের নানা বাধায়। সব বাধা পেরিয়ে নারীকে এগিয়ে নিয়ে এসে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা দেয়ার জন্যই তাই শুরু হয়েছিল নারীদের জন্য আন্দোলন, নারীমুক্তির আন্দোলন।

১৮৫৭ সালের গার্মেন্টস কর্মীদের মজুরি সমতা, কর্ম সময় হ্রাস ও ভোটাধিকারের দাবিতে নারী কর্মীদের রাস্তায় নেমে আসা থেকেই এ আন্দোলনের সূচনা মনে করা হয়। যদিও এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এ আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ১৯০৮ থেকে নানা ধরনের কর্মসূচি পালিত হয় বিশ্বব্যাপী অনেকগুলো দেশে। পরবর্তীতে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন শুরু হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নারী দিবস পালন শুরু করে। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতিবছর নারী দিবসকে লক্ষ্য করে একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়। এবছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হল- 'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারীদের সমতায় নতুন বিশ্ব গড়ো।'

বাংলাদেশে নারীর অবস্থান

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী দিবস পালন করা শুরু হয়েছে ১৯৮৪ সাল থেকে। নারীদের উন্নয়নে সরকারসহ অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নেয়া হচ্ছে নানা ধরনের পদক্ষেপ। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়, বেগুনী রঙা কাপড় পরে নারীদের জন্য বরাদ্দ একদিন কিংবা বাকি ৩৬৪ দিনে আসলে নারীরা কেমন আছেন এদেশে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আজ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীর পদচারণা থাকলেও আজও পরিবার থেকে রাষ্ট্র অবধি কোথাও নারীরা নিরাপদ নয়। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নারীর সামগ্রিক অবস্থানও সন্তোষজনক নয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য মতে, বর্তমানে প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে ৭ দশমিক ৬ শতাংশ নারী আছেন। দেশে সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০ লাখ ৯৬ হাজার ৩৩৪টি। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮৩ হাজার ১৩৩ জন।

সংরক্ষিত নারী আসন বাদে সরাসরি নির্বাচনে অংশ নেয়া সংসদ সদস্য হিসেবে জয়ী নারী আছেন ৭.৩৩ শতাংশ। তবে, সংরক্ষিত নারী আসন নিয়েও আছে বিতর্ক। কারণ, এইসব আসনে নির্বাচিত নারীদের সংসদে আইন প্রণয়নে কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন মতামত প্রদানের অধিকার থাকে না।

৮ মার্চ সারা বিশ্বে যখন নারী দিবস পালন করা হচ্ছে, অন্যদিকে হয়তো কোন নারী একই সময়ে সহিংসতা বা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ঘরে-বাইরে, রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই নারী নিরাপত্তাহীন। নিরাপত্তা বিধানে দায়িত্বরত পুলিশবাহিনী দ্বারাও সহিংসতার শিকার হচ্ছে নারী, রক্ষকই হয়ে উঠছে ভক্ষক। প্রতিদিন গণমাধ্যমে প্রচার হচ্ছে একের পর এক নৃশংস নির্যাতনের খবর। নারীর নিরাপত্তা নিয়ে চলছে ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ আলোচনা সভা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দিন শেষে নারীদের নিয়ে কাজ করা পুরুষগুলোও নিজ পরিবারের নারীদের প্রতি প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে চলেছেন। আর এ কারণেই পরিবারেও নিরাপদ থাকে না আমাদের দেশের নারীরা।

পথিমধ্যে নারীর পথ রোধ করছে বখাটে ছেলেরা, এসিড সন্ত্রাস কিংবা যৌতুকের প্রকোপ এখনও উল্লেখযোগ্য হারে কমেনি। প্রতিদিন ধর্ষিত হচ্ছে তনুর মত হাজারো নারী।

একটা সময় মনে করা হত, শিক্ষিত নারী মানেই স্বাধীন, তারা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। কিন্তু, শিক্ষিত নারী মানেই স্বাধীন নয় কিংবা নির্যাতনে শিকার হবেন না এই নিশ্চয়তা নেই, এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ পাওয়া যায় যখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রুমানা মঞ্জুরের স্বামী কর্তৃক তাঁর উপর ভয়াবহ নির্যাতনের খবর পাই। ২০১৪ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে শহর, গ্রাম, নিম্নবিত্ত, উচ্চবিত্ত,স্বল্প শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত সর্বস্তরে ঘটছে শারীরিক, কখনো মানসিক, কখনো আর্থিক আবার কখনো যৌন নির্যাতনের ঘটনা।বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সরকারি এক জরিপে বলা হয়, দেশের বিবাহিত মেয়েদের ৮৭ শতাংশ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নিজের ঘরে স্বামীর দ্বারা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর করা এই জরিপে দেখা যাচ্ছে, ৮১ দশমিক ৬ শতাংশ নারী স্বামীগৃহে মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আর শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন ৬৪ দশমিক ৬ শতাংশ।

বাংলায় নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী জাতির দাসত্বের কথা বলেছেন। এই দাসত্বকে টিকিয়ে রাখতে সদা উদগ্রীব আমাদের পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজ। তাই এদেশে সব বাধা পেরিয়ে নিজেকে পুরুষের সমকক্ষ করে প্রতিষ্ঠিত করা খুব সহজ নয়।

নারী দিবসে জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য

বছর	প্রতিপাদ্য
১৯৯৬	অতীত উদযাপন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১৯৯৭	নারী এবং শান্তি
১৯৯৮	নারী এবং মানবাধিকার
১৯৯৯	নারী প্রতিসহিংসতামুক্ত পৃথিবী
২০০০	শান্তি স্থাপনে একতাবদ্ধ নারী
২০০১	নারী ও শান্তি : সংঘাতের সময় নারীর অবস্থান
২০০২	আফগানিস্তানের নারীদের বাস্তব অবস্থা ও ভবিষ্যৎ
২০০৩	লিঙ্গ সমতা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
২০০৪	নারী এবং এইচ আইভি/ এইডস
২০০৫	লিঙ্গ সমতার মাধ্যমে নিরাপদ ভবিষ্যত
২০০৬	সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী
২০০৭	নারী ও নারী শিশুর ওপর সহিংসতার দায় মুক্তির সমাপ্তি
২০০৮	নারী ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ
২০০৯	নারী ও কিশোরীর প্রতিসহিংসতা বন্ধে নারী-পুরুষের একতা
২০১০	সমান অধিকার, সমান সুযোগ- সকলের অগ্রগতি
২০১১	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ
২০১২	গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সমাপ্তি
২০১৩	নারীর প্রতিসহিংসতাবন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়
২০১৪	নারীর সমান অধিকার সকলের অগ্রগতির নিশ্চয়তা
২০১৫	নারীর ক্ষমতায়ন ওমাবতার উন্নয়ন
২০১৬	অধিকার মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান
২০১৭	নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্বকর্মে নতুন মাত্রা
২০১৮	সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরের কর্ম-জীবন ধারা
২০১৯	'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারীদের সমতায় নতুন বিশ্ব গড়ো'

কালপঞ্জি

১৮৫৭: ৮ মার্চ নিউ ইয়র্কের মহিলাদের পোশাক শ্রমিকরা প্রতিবাদ করে (এখন এটি একটি পৌরাণিক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়)।

১৯০৮: কর্মঘণ্টা হ্রাস, মজুরি বৈষম্য এবং ভোটাধিকারের দাবিতে ১৫,০০০ নারী নিউইয়র্কে সমবেত হন।

১৯০৯: ২৮ ফেব্রুয়ারি সোশালিস্ট পার্টি অব আমেরিকার উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম জাতীয় নারী দিবস

১৯১০: দ্বিতীয় নারী সম্মেলন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় কোপেনহেগেনে

১৯১১: কোপেনহেগেন উদ্যোগের ফলে ১৯ মার্চ অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রথমবারের মতো সম্মানিত হয়েছিল।

১৯১৩: আন্তর্জাতিক নারী দিবসটি ৮ মার্চ স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আন্তর্জাতিক তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে। নারীরা যুদ্ধের প্রতিবাদ বা পরের বছর থেকে অন্যান্য কর্মীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশের জন্য সমাবেশ করেছিল।

১৯১৭: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ২ লক্ষেরও বেশি রাশিয়ান সৈন্যের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ান মহিলারা 'রুটি ও শান্তি' এর জন্য ধর্মঘট শুরু করে। গত রোববার ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল (যা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ৮ মার্চ পড়েছিল)।

১৯৭৫: জাতিসংঘ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (আইডব্লিউডি) উদযাপন শুরু করে।

১৯৭৭: সদস্য রাষ্ট্রগুলিরও জাতীয় ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অনুযায়ী বছরের যে কোন দিন নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক শান্তি সম্পর্কিত জাতিসংঘ দিবস পালন করার জন্য সাধারণ পরিষদ একটি প্রস্তাব পাস করে।

১৯৯৬: জাতিসংঘ একটি বার্ষিক থিম প্রবর্তন করে।

এ পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য অনেকদিন থেকেই সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তবে এতো পদক্ষেপ সত্ত্বেও নেই সঠিক বাস্তবায়ন।

তারপরেও আশার কথা হচ্ছে, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি'র মোট ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ৫নং লক্ষ্য হল 'লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারীর ক্ষমতায়ন'। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অগ্রগতি অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় সন্তোষজনক। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত বৈশ্বিক লিঙ্গ বিভাজন সূচক (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স) ২০১৭'র প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪ দেশের মধ্যে ৪৭ তম।

সরকারের পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ রোধে, আইনি সহায়তায়, কারিগরী শিক্ষা প্রদানে, সেবা সহায়তায়, ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে, উদ্যোক্তা উন্নয়নে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরিতে নানা রকম কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য দেশের নারীদের স্বাবলম্বী করা, তাদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ ও শিশুর সুরক্ষায়, নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে এসব কার্যক্রম ভূমিকা রেখে চলেছে। নারী ও শিশু নির্যাতন অথবা পাচারের ঘটনা ঘটলে বা ঘটার সম্ভাবনায় যে কোন নম্বর থেকে ১০৯ নম্বরে ফোন করে সহায়তা চাওয়ার জন্য হেল্পলাইনও চালু করা হয়েছে। নারীর প্রতি যে কোন ধরনের সহিংসতার খবর পেলে তাদের রক্ষা করার জন্যই মূলত এ হেল্পলাইন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪০টি মন্ত্রণালয় থেকে ৪৩টিতে বর্ধিত করে ঘোষণা করা হয়েছে জেন্ডার বাজেট।

বর্তমানে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা বা এনজিওগুলোও নিজ উদ্যোগে বা কখনও সরকারের সাথে সংযুক্ত হয়ে নারীর উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় কাছাকাছি। এত বিশাল সংখ্যক নারীর উন্নয়নে এগিয়ে আসছে দেশের পুরুষ সমাজের একটা সচেতন অংশও। উন্নয়নকর্মী হিসেবে নারীদের পাশাপাশি এক হয়ে কাজ করছে দেশের অসংখ্য পুরুষ। কর্মক্ষেত্রে তারাও নারী সহকর্মীদের জন্য কাজের ভালো পরিবেশ তৈরি করতে চেষ্টা করছে। নারীর প্রতি সহিংসতা দেখলে গলা উঁচিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেছে দেশের তরুণ প্রজন্ম। নারীর নিরাপত্তায় তাদের উপস্থিতি অনেকক্ষেত্রেই এখন আশার আলো জাগায়।

দেশে বিদেশে নারীর অবস্থানের এত উন্নতির পরেও যে নারীর গর্ভ থেকে মানবসন্তানের জন্ম, সেই নারীকে অধিকার দিতে, স্বাধীনতা বা মুক্তি দিতে আমাদের দেশের সমাজের এত অনীহা। নারীর জন্য আলাদা করে বিশেষ একটি দিন পালন করে তার প্রাপ্য সম্মান দিতেও অনেক মানুষ কুণ্ঠাবোধ করে। নারীকে পুরুষের সমকক্ষ ভাবার ব্যাপারে এখনও সমাজের অধিকাংশ মানুষ সহমত নন। অথচ পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়েই নারী আজ চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী কিংবা সাংবাদিক। খেলাধুলায়ও পিছিয়ে নেই এদেশের নারীরা; ক্রিকেট, ফুটবল, ভারোত্তলন, শুটিংসহ সব খেলায় বাংলাদেশের নারীরা অর্জন করছে নানা পুরস্কার। নারী আজ দায়িত্ব নিচ্ছে তার পরিবারের, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের, সে যে সমাজের বোঝা নয় তার পরীক্ষা সে দিয়ে চলেছে পদে পদে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নারী নিজেকে নিজেই ভাঙছে বারবার। পুরুষের সমকক্ষে থেকে এই বাংলার নারী এভারেস্ট জয় করছে। পুরুষের সমকক্ষ হয়ে নারী যেন তার অবস্থানকে আরও জোরালো করতে পারে সেই অনুযায়ী যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসার দায়িত্ব এখন সমাজের সর্বস্তরের নারী-পুরুষের। এ বছরের নারী দিবসের প্রতিপাদ্যকে মাথায় রেখে তাই নারীর সমতায় বিশ্বাস রেখে সবাই মিলে কাজ করার মাধ্যমে নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় সাহায্য করে, সর্বক্ষেত্রে নারীদের নিরাপদে চলাফেরার সুযোগ করে দিলেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব।

লেখক: পিএসটিসি- তে কর্মরত
প্রোগ্রাম এসোসিয়েট
তাঁকে sarara.mt@pstc-bgd.org -এ
যোগাযোগ করা যেতে পারে।

‘স্বাধীনতা’ - অধিকার, দায়িত্ব এবং দায়ভার

সাকিলা মতিন মৃদুলা

যুদ্ধ শেষ সেই কবে! স্বাধীন দেশে আমাদের বসবাস। স্বাধীন লাল সবুজ পতাকা। স্বাধীন আমাদের সীমানা। মুক্ত আমাদের মুখের ভাষা। সবই যেখানে স্বাধীন সেখানে নারীর স্বাধীনতা কিংবা স্বাধীনতায় নারী আলাদা করে কেন প্রয়োজন? অস্তিত্বের সংকট? সময়ের দাবী? নাকি লেখার জন্য লেখা?

“স্বাধীনতা”- হৃদয় নিংড়ানো আকাঙ্ক্ষিত এক উচ্চারণ। প্রত্যাশিত বোধোদয়। স্বাধীনতা একদিকে অধিকার। অন্যদিকে দায়িত্ব এবং দায়ভার। স্বাধীনতায় মুক্তি, মুক্তিতেই স্বাধীনতা। আজন্ম লালিত সাধ ‘স্বাধীনতা’। আমার মাটি আমার অস্তিত্ব, আমার ভাষা আমার নিজস্বতা, সীমানা আমার নিশ্চয়তা, আকাশ আমার নির্ভরতা । যেখানে অস্তিত্ব, নিজস্বতা আর নিশ্চয়তা - সেখানেই স্বাধীনতা, কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। স্বাধীনতা কষ্টার্জিত অর্জন। অর্জনের চাইতে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। অর্জিত অর্জনের সাথে প্রাপ্যের দ্বন্দ্ব তাই কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। সময়ে অসময়ে অরক্ষিত হয়ে পড়ছে স্বাধীনতা! তবে কি স্বাধীনতা দিগভ্রান্ত?

সেও কি ‘আমি’ আর ‘আমিত্বের’ বৃত্তে আটকে আছে? ‘আমি’, ‘আমি’ হয়ে আমার যা কিছু সবইতো আমাদের। স্বাধীনতা অর্জনটাও কিন্তু সমষ্টিগত। স্বাধীনতা তাই একক কিংবা এককের নয়। সবই যদি ‘আমাদের’ হয়, তবে মুক্তিযুদ্ধ কেন নয়? কেন স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান এখনও সুস্পষ্ট নয়? কেন ২৯ বছর অপেক্ষা করতে হলো মুক্তিযুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অবদানের স্বীকৃতি পেতে?

স্বীকৃতি পেলেও আজও পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়নি মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের অবদান। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ, আশ্রয় প্রদান, শত্রুর অবস্থান ও গতিবিধির পর্যবেক্ষণে গুপ্তচর নারীদের অবদান কি অনস্বীকার্য? অর্থ-খাদ্য সংগ্রহ করে, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা কি মুক্তিযোদ্ধা নয়? ঝুঁকি কি কম ছিল তাঁদের কাজে? গুপ্তচর হিসেবে নারীকে সাজতে হয়েছে,‘যেমন খুশী তেমন সাজো’! কখনও ভিক্ষুক,কখনও বেদেনী, কখনওবা পাগলী। গ্রামের নিতান্ত সাধারণ যে মা সাহস করে স্বামী, সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে জীবনকে চ্যালেঞ্জ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান কি কোন অংশে কম? ধর্ষিতা নারী আর বীরাঙ্গনা নারীর মাঝেই আটকে ছিল মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান! সেখানেও বিধিবাম! মুক্তিযুদ্ধের জন্য পাশবিক নির্যাতনের শিকার নারীদের সামাজিক স্বীকৃতি ছিল সুদূর পরাহত! কি নির্লজ্জ সভ্যতা!

প্রথম থেকেই মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ১৯৭১ সালের ৮মার্চ থেকে প্রতিটি ভবনে কালো পতাকা তোলার কর্মসূচিতে নারীরা অংশ নেয়। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে অনেক নারী গোবরা ও লেম্বুছড়া ক্যাম্প সহ আরও অনেক ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে ডা. সেতারা বেগম ও ভানু বিবি (তারামন বিবি) বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। তাছাড়াও সম্মুখ যুদ্ধে যে সকল নারীর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কথা জানা যায়, তাঁদের মধ্যে ক্যাম্প কর্মী বেনিলাল দাস গুপ্ত, শোভারানি মন্ডল, কাঁকন বিবি (খাসিয়া গোষ্ঠীর সদস্য), শিরিন বানু, বীথিকা বিশ্বাস, মিনারা বেগম ঝুনু, গীতশ্রী চৌধুরী, আলেয়া বেগম, ফেরদৌস আরা বেগম, আশালতা বৈদ্য, রোকেয়া কবীর প্রমুখ আছেন। নারীরা রণাঙ্গনে হাতবোমা

ও এসিড বাল্ব তৈরি করে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করেছেন। বীথিকা বিশ্বাস ও শিশির কণা গ্রেনেড চার্জ করে গানবোট উড়িয়ে দিয়েছিলেন, আলেয়া বেগম যুদ্ধ করেছিলেন পোশাক পরে, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় শিরিন বানু পুরুষের বেশে পাবনায় প্রতিরোধ আন্দোলন করেছিলেন। এমনি নানা ইতিহাস হয়তো এখনও রয়েছে অগোচরে!

মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে স্থাপিত হয়েছিল নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ৩২ জন বাঙালি নারী সেখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন হাসপাতাল ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা প্রদান করে। এছাড়া স্বপ্রণোদিত এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে সেবা প্রদানের সংখ্যা অগণিত।

মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মীদের অবদানও কোন অংশে কম নয়! দলের সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঘুরে ঘুরে অর্থসংগ্রহ করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিসংগ্রামের অনবদ্য অংশ, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা। এই দলে নারীকর্মী সংখ্যা নেহায়েত কম নয়!

মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ছিল সকলের! প্রাপ্য কিংবা স্বীকৃতি কেন তবে একার? নারী কি সকলের নয়? একসাথে হওয়া নিয়েই যত গন্ডগোল। ঐক্যবদ্ধ হতে পারছিনা বলেই এত বৈষম্য।

বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার কারণেই নারীরা পিছিয়ে। বৈষম্য এখানে কেবল নারী-পুরুষে নয়।

বৈষম্য মানুষে-মানুষে, সাদা-কালোয়, ধর্মে-অধর্মে, জাত-বেজাতে। দরিদ্রতার বেড়াজালে আবদ্ধ পুরো সমাজ। দরিদ্র আমাদের অর্থনীতি, শিক্ষা, নৈতিকতা, মননশীলতা, চেতনা এবং বোধোদয়। আর তাইতো বৈষম্য এখনও টিকে আছে স্বৈরাচারী রাজার হালে। সকল প্রকার দরিদ্রতা দুর হলেই দুর হয়ে যাবে বৈষম্য।

আমরা সুচিন্তিতভাবে জানিনা 'কি চাই' কিন্তু আশায় থাকি ' যদি পাই'! কি পাব, কেন পাব, কতটুকু পাব কিংবা কতটুকু পাওয়া উচিৎ হবে তার জন্য সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

রাতের আঁধারে নারীর স্বত্ব এবং স্বত্ত্বার কেনাবেচা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া, মুখোশধারী মানুষদের কুৎসিত উন্মাদনা সীমাবদ্ধ করে ফেলে দৃষ্টির সীমানা। আর তাই অনেক কিছুই রয়ে যায় অজানা এবং অচেনা। বোধশূন্যতা আর উপলব্ধির অভাবের শুরু সেখান থেকেই!

মুক্তিযুদ্ধ যদি খন্ড-বিখন্ড হয়ে অস্থির হয় তবে স্বাধীনতা কিভাবে স্থির রয়? মুক্তিযুদ্ধের অখন্ডতায় একজন নারী, একদল নারী, কিংবা সকল নারীর মিলিত কণ্ঠস্বর যথেষ্ট নয়। কেনই বা হবে? নারী তো বিচ্ছিন্ন কোন স্বত্ত্বা নয়। মুক্তিযুদ্ধে নারীর যথাযোগ্য স্বীকৃতির অনুপস্থিতি স্বাধীনতার স্থিরতা নয়! মুক্তিযুদ্ধের অখন্ডতায় একজন মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকারের অর্থ পুরুষের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন কোন অবস্থান নয়।

সুফিয়া কামাল বলেছিলেন, "স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, নিজেকে মানবিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করা।" বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় জাগরণের অগ্নি-পুরুষ মহাকবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর লেখনীতে,

> "বিনাজলে তরুলতা হয় না বর্ধিত
> বিনারক্তে স্বাধীনতা নহে অঙ্কুরিত।
> শোণিত সেচন ভিন্ন
> নাহিক উপায় অন্য
> বাঁচাইতে স্বাধীনতা অমৃত-বিটপী
> ন্যায় ধর্ম জ্ঞানবীর্য যার ফলরূপী।"

লেখক: পিএসটিসি- তে কর্মরত
একজন প্রোগ্রাম ম্যানেজার
তাঁকে shakila.m@pstc-bgd.org -এ
যোগাযোগ করা যেতে পারে।

পিএসটিসি'র বসন্ত বরণ

১৩ ফেব্রুয়ারি বসন্তকে বরণ করে নিয়েছে পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)। পহেলা ফাল্গুনে অফিসজুড়ে ছিল এক উৎসবমুখর পরিবেশ। ফুলে ফুলে সেজে উঠেছিল পিএসটিসি'র পুরো প্রাঙ্গন। পিএসটিসি'র বেশিরভাগ সদস্যের পরনে ছিল শাড়ি-পাঞ্জাবী।

বিকেলে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন পিএসটিসি'র হেড অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ। হিয়া টিম লিডার ডা. সুস্মিতা আহমেদ ও সাবা তিনি শিমুর গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ডা সুস্মিতা আহমেদ।

কবিতা আবৃত্তি করেন তানিম সাইদ, কানিজ গোফরানী কোরায়শী এবং শাকিলা মতিন মৃদুলা। ছোট্ট নাটিকা পরিবেশন করেন পিএসটিসি পরিবারের নবাগত সদস্যবৃন্দ,

ছিল কৌতুক পরিবেশনাও। এছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন সুহাস মাহমুদ।

গান, আবৃত্তি, অভিনয়ের পাশাপাশি ছিল অভিজ্ঞতা বিনিময় আর স্মৃতি চারণের পালাও। হেড অব প্রোগ্রামস ডা. মাহবুবুল আলম ও টিম লিডার জহুরুল ইসলাম ফাল্গুন নিয়ে তাঁদের নানা অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, পিএসটিসি তার কর্মীদের কাজের এক ঘেয়েমী দূর করতে বছর জুড়েই কাজের ফাঁকে নানা উৎসব পালন করে থাকে। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে তিনি স্বাগত জানান।

■ সারারা মুশাররাত তূর্ণা

বালুখালি হেলথ ক্যাম্প পরিদর্শন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে আগত পপুলেশন কাউন্সিলের প্রতিনিধি জেরি কানিংহাম ও ডায়ান কানিংহাম পিএসটিসি'র সংযোগ প্রকল্পাধীন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হেলথ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বালুখালিতে ১২ ফেব্রুয়ারি তারা এই পরিদর্শনে যান। হেলথ ক্যাম্প পরিদর্শনকালে তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনীয়তাগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। ক্যাম্পের চিকিৎসক এবং সেখানে সেবা নিতে আসা রোগীদের সাথেও তারা কথা বলেন। সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হেলথ ক্যাম্পের সেবা প্রদান পদ্ধতি তারা পর্যবেক্ষণ করেন।

মার্কিন প্রতিনিধিদের সাথে পপুলেশন কাউন্সিলের বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ওবায়দুর রব এবং পিএসটিসি'র হেড অব প্রোগ্রামস ও সংযোগের টিম লিডার ড. মাহবুবুল আলমও এ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন।

■ সাবা তিনি শিমু

সমন্বিত যৌন শিক্ষা নিয়ে ওয়ার্কশপ

ইউবিআর (ইউনাইট ফর বডি রাইটস) বাংলাদেশের অংশীদার সংস্থাসমূহ এবং আরএইচআরএন (রাইট হেয়ার রাইট নাও) গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সমন্বিত যৌনতা শিক্ষা বিষয়ক এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে।

দুস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র (ডিএসকে) এর নির্বাহী পরিচালক ও ইউবিআরের স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান দিবালোক সিংহ এবং বাংলাদেশে রাজকীয় নেদারল্যান্ডসের এসআরএইচআর (যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার) ও জেন্ডার বিষয়ক ফার্স্ট সেক্রেটারি ড. অ্যানি ভেস্টইয়েন্স আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন।

ওর্য়াকশপের উদ্দেশ্যে নিয়ে কথা বলেন ইউনিসেফের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ইকবাল হোসেন। আরএইচআর এন-এর সমন্বয়কারী ইউবিআর এ্যালায়েন্স ও আরএইচআরএন প্লাটফর্মের কাজের সম্পর্কে বক্তব্য দেন।

দুইটি প্যানেল আলোচনার মাধ্যমে ওয়ার্কশপ পরিচালিত হয়। প্রথম সেশনের মডারেটর হিসেবে সেশন পরিচালনা করা বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ এর নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবির। প্যানেলে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রধান ডা. ইখতিয়ার খন্দকার এবং আইসিডিডিআর, বি এর সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. রুচিরা তাবাসসুম নভেদ। সমন্বিত যৌন শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বাধা এবং ফাঁক নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় প্যানেল আলোচনা পরিচালনা করেন পিএসটিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ। শেয়ারনেট বাংলাদেশ ও রেডঅরেঞ্জ মিডিয়া ও কমিউনিকেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অর্ণব চক্রবর্তী, ইউনেস্কোর প্রজেক্ট স্পেশালিস্ট মাহফুজা রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর এর সাবেক পরিচালক অধ্যাপক সালমা আখতার আলোচনায় অংশ নেন। তাঁরা সমন্বিত যৌন শিক্ষা কার্যক্রমের সব বাধা পেরিয়ে কী করে সমন্বিতভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায় এ ব্যাপারে আলোকপাত করেন।

দুই সেশনের আলোচনায় বক্তারা মূলত সরকারের সাথে সংযুক্ত হয়ে কী করে সমন্বিত যৌন শিক্ষা বিষয়ে ভালো প্রভাব ফেলা যায় তা নিয়ে কথা বলেন। মিডিয়া 'যৌনতা' বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও সচেতনতা বাড়াবে বলে আশা করেন তাঁরা। বক্তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন শিশুদের জন্য যৌন শিক্ষা বিষয়ে একটি সঠিক পাঠ্যক্রম তৈরিতে এ বিষয়ে কাজ করা সকল সংস্থার সমন্বয় এবং একই কণ্ঠে আওয়াজ তোলা অত্যন্ত জরুরী।

■ কানিজ গোফরানী কোরায়শী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

১০ মার্চ রবিবার, ২০১৯, বিকেল তিনটায় ধানমন্ডিস্থ ছায়ানট ভবনে "ইউবিআর বাংলাদেশ এলায়েন্স" "হ্যালো আই এ্যাম" কনসোর্টিয়াম, এবং "আরএইচআরএন প্লাটফরম" এর যৌথ আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদযাপন করা হয়। এবারের ৮ মার্চ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো : 'থিংক ইক্যুয়াল, বিল্ড স্মার্ট, ইনোভেট ফর চেঞ্জ'। বাংলায় আমরা একে বলছি-'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো। নারী পুরুষ সমতায় নতুন বিশ্ব গড়ো'। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সৃষ্টিশীল হওয়ার ব্যাপারেই এবারের নারী দিবস আমাদের তাগিদ দিচ্ছে।

জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন রাজকীয় নেদারল্যান্ডস এর বাংলাদেশস্থ দূতাবাসের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত জনাব হ্যারি ভারওয়েইজ এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. অসা টর্কেলসন।

মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি বলেন বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীর উন্নয়নে বাংলাদেশ অনেক অগ্রসর হয়েছে। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের ভূমিকা এবং ব্যবসা উদ্যোগে প্রবেশাধিকার নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করছে। নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে সরকারের এ উদ্যোগকে সফল করতে বেসরকারি সংস্থাসহ সকলকে এগিয়ে আসতে বলেন।

হ্যারি ভারওয়েজ সম্মিলিত এই উদ্যোগকে

স্বাগত জানিয়ে বলেন- তার সরকার নারী ও মেয়ে শিশুদের লিঙ্গ সমতা অর্জনে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে। নারীর প্রতি সকল সহিংসতা প্রতিরোধ, রাজনীতিতে সমনাগরিকত্ব, অর্থনেতিক স্বাধীনতা ও সমাজের সকল স্তরে নারী-পুরষের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের জন্য 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন নেদারল্যান্ডস এর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। নেদারল্যান্ডস এর বাংলাদেশস্থ দূতাবাসের অংশগ্রহণে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনকারী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সাথে যুক্ত থেকে আগামীতে আরো কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন। আগামীতে নারী ও মেয়েদের প্রযুক্তির ব্যবহারে অভিগম্যতা, সিদ্ধান্তমূলক অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের উপর জোর দেন।

ড. অসা টর্কেলসন বলেন, যে কোনো জাতির জেন্ডার সমতা অর্জনের মূল বিষয় নারীর ক্ষমতায়ন। তিনি জোর দিয়ে বলেন জেন্ডার সমতা অর্জন ছাড়া ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজি অর্জন করা সম্ভব হবে না।

অন্যান্যদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপিএস'র নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর, ডিএসকে'র নির্বাহী পরিচালক ডা. দিবালোক সিংহ, পিএসটিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ, বন্ধু - এর নির্বাহী পরিচালক সালে আহমেদ এবং নারী পক্ষের হাবিবুন নেসা। তারা সকলে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সমতা অর্জনের প্রয়াসের সাথে একাত্ম প্রকাশ করেন। আয়োজনকারী এলায়েন্স ও নেটওয়ার্কের সাথে অন্তর্ভূক্ত সকলেই বিশ্ব হ্যাস টেগ মুভমেন্টের সাথে সংহতি ব্যক্ত করেন।

আদিবাসী দল মাদল এর ঢোল বাদনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং শেষে সংগীত শিল্পী সায়ান গান পরিবেশন করেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'সত্ত্বা' নামক হিজড়া সম্প্রদায়ের দলীয় নৃত্য পরিবেশনা এবং কিশোর-কিশোরী ও যুবদের অংশগ্রহণে নারীর জীবনচক্র নিয়ে নাটিকা "চক্রভঙ্গ"। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন আফরোজা বানু।

■ সাকিলা মতিন মৃদুলা

হিয়ার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ফলাফল শেয়ারিং সেশন অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জানুয়ারি বনানীর গ্র্যান্ড টিউলিপ দ্য ল্যান্ডমার্ক হোটেলে হিয়া (হ্যালো, আই এম) প্রকল্পের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনায় শেয়ারিং সেশনের আয়োজন করে পিএসটিসি। সেশনে স্বাগত বক্তব্য দেন পিএসটিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ।

প্রকল্পের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশমালা নিয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন রেজিন্ট কানাডা ও রেজিন্ট আরইএস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে'র গবেষক ড. খালিদ হাসান এবং তানজিনা আখতার। এরপর চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব।

ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এরপর সেশনে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিবেদন থেকে শিক্ষণীয় বিষয় ও সুপারিশমালা নিয়ে আলোচনা করে। তাদের আলোচনায় রুটগার্স এর গবেষক ড. আনা পেইজের ফ্যাসিলিটেশনে ফলাফলের ভিডিও প্রকল্পের পরবর্তী করণীয় বিষয়টি উঠে আসে।

মধ্যাহ্নভোজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেন পসিটিভ ডেভিয়েন্স পাইলট বিষয়ে প্রতিবেদন তুলে ধরেন এবং এক্ষেত্রে কিছু সুপারিশও উত্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীরা এই বিষয়ে তাঁকে আরও কিছু প্রশ্ন করেন।

হিয়া প্রকল্পের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার আল মামুন। তার আলোচনার মূল বিষয় ছিল রেডিও ও টেলিভিশনের দর্শক-শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ফলোআপ পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা।

এছাড়া সেশনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক দিবালোক সিংহ, আরএইচস্টেপ এর নির্বাহী পরিচালক কাজী সুরাইয়া সুলতানা, হিয়া প্রকল্পের ইমপিমেন্টেশন পার্টনার পিএসটিসি আরএইচস্টেপ, ডিএসকে, রুটগার্স এবং এডুটেইনমেন্ট পার্টনার বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের প্রতিনিধিরা।

■ ডা. সুস্মিতা আহমেদ

পিএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

২৭ ফেব্রুয়ারি ছিল পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) 'র প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফের ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী। যথাযথ সম্মান ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেছে তাঁর নিজ হাতে গড়া পিএসটিসি।

দিনটি শুরু হয় কমান্ডার রউফ -এর কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও দোয়ার মাধ্যমে। বিকেলে কমান্ডার রউফ-এর স্মরণে পিএসটিসি'র হেড অফিসে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

পিএসটিসির নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ এবং হেড অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তারা সেখানে অংশ নেন। বক্তারা কমান্ডার রউফের বর্ণিল জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করেন। যেসব সহকর্মীরা পিএসটিসিতে তাঁর সাথে কাজ করেছেন, তারা কমান্ডার রউফের সাহস, সময়ানুবর্তিতা এবং অন্যান্য গুণাবলি নিয়ে কথা বলেন।

সভায় উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে কমান্ডার আবদুর রউফকে নিয়ে করা একটি ছোট প্রতিবেদনও উপস্থাপন করা হয়।

ইয়ুথ কর্ণার

তরুণ বন্ধুরা, জীবনে একটা বয়স আসে যেটিকে আমরা বলি টিনএজ বা বয়:সন্ধিকাল। মূলত: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সকে বলা হয় টিন এজ। এসময় শরীরে বা মনে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যা কাউকে বলা যায় না। আবার সঠিক জানার অভাবের কারণে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। সেসব তরুণদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। যেখানে তোমরা নি:সঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারবে, বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর। তোমাদের মনো-দৈহিক বা মনো-সামাজিক প্রশ্নও এ আসরে করতে পারো নি:সংকোচে। আমরা তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। তোমার প্রশ্ন পাঠাতে পারো ই-মেইলের মাধ্যমে নিচের যে কোনো ঠিকানায়:
youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

১. *প্রশ্ন: কোনো স্ত্রীর যদি এমন হয় যে তার স্বামীর কাছ থেকে শারীরিক মানসিক কোনো চাহিদাই পূরণ হয় না, কিন্তু বিয়ের দুই বছর হয়ে গেছে সবাই বাচ্চা নিতে বলছে। এরকম অবস্থায় কি বাচ্চা নেয়া উচিত?*

উত্তর: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটা যুগল সম্পর্ক। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, কারণে-অকারণে এক সাথে থাকার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক মানসিক, শারীরিক, জৈবিক, পার্থিব, আবেগ-অনুভূতির, পারস্পারিক আস্থার, বিশ্বাসের, শ্রদ্ধার। কাজেই এর কোন কিছুই যদি অপূর্ণ থাকে, তা' একসাথে আলোচনা করে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার সম্পর্ক। একে অপরকে লুকিয়ে বা গোপন রেখে বেড়ে উঠার সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্কে ঘাটতি থাকলে তা' আবারও সহনশীলতার সাথে, একে অপরের প্রতি ধৈর্য্য সহকারে, আলোচনার মাধ্যমে কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করা উচিত ও করতে হবে। তোমার অপূর্ণ চাহিদার কথা কি তোমরা আলোচনা করেছো? তোমার অতৃপ্তির কথা, আমি আবারও বলছি শ্রদ্ধার সাথে তাকে জানাতে হবে এবং এ অতৃপ্তিকে 'তৃপ্তিতে' পরিণত করতে উভয়ের সহযোগিতা দরকার। তোমারও জানা প্রয়োজন যে তোমার স্বামীর তোমার সম্পর্কে কোন অতৃপ্তি, অপূর্ণতা আছে কিনা। এটা মনে রাখতে হবে কোন মানুষই সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ নয়। খোলামেলা আলোচনা করলে অনেক সমস্যার সমাধানে আসা সম্ভব। প্রয়োজনে একসাথে চিকিৎসক কিংবা দক্ষ-অভিজ্ঞ কাউন্সেলিং সেবা নেওয়ার ব্যাপারে একমত হতে হবে। যে কোন দূরত্বই কমানো সম্ভব উদ্যোগের দ্বারা। আর সন্তান ধারণ করার বিষয়টিও পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে একমত হয়ে তবেই এগুনো উচিত। কাজেই জড়তা, মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগের উর্ধ্বে উঠে এখনই আলোচনায় বসা উচিত। প্রয়োজনে উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির পরামর্শ নেয়া অতীব জরুরী। তবে এ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি একইভাবে উভয়ের কাছে গ্রহণীয় হতে হবে। অন্যথায় পেশাদার কাউন্সেলর বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। সবশেষে, এটুকু বলা প্রয়োজন যে, তোমার 'উচিৎ' তোমাকেই নির্ধারণ করতে হবে। পেশাদার ব্যক্তিবর্গ তোমাকে এ 'উচিৎ' নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারবে মাত্র।

২. *প্রশ্ন: আমার ছেলে প্রায় দুই বছর ধরে মাদকাসক্ত। সে আমার কোনো কথা শোনে না। রাতে প্রায়ই বাসায় থাকে না। পড়াশোনা করে না, আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যাবহার করে না। এমতাবস্থায় আমার কী করণীয়? পরামর্শ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।*

উত্তর: আপনার বা আপনার ছেলের সমস্যাটা অনেকটা 'সাধারণ' (Generic) ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা'র Generic সমাধান দেয়া খুবই দুরূহ। আপনার case উপস্থাপনে আরো কিছু তথ্য সন্নিবেশ করা উচিৎ ছিল। যেমনঃ আপনার ছেলের বয়স কত? যদিও দু'বছর ধরে মাদকাসক্ত বলেছেন, আসক্তির পর্যায়ে যাওয়ার আগে তার অবস্থা কি ছিল? আপনি চার 'না' এর কথা লিখেছেন (১) কথা শোনে না, কেন? কবে থেকে? (২) রাতে বাসায় থাকেনা, কেন?কবে প্রথম তাকে বাইরে থাকার অনুমতি দিলেন? তার আকর্ষণটা কি-বাইরে থাকার? (৩) পড়াশোনা করেনা, কতদূর পড়েছে, কেন পড়াশোনা বাদ দিল? (৪) ভালো ব্যবহার করে না, কেমন খারাপ ব্যবহার করে? কেন? কবে থেকে এ খারাপ ব্যবহারের সূত্রপাত? এ ছাড়াও আপনাদের দাম্পত্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন পরিবারে আর কে আছে? পরিবেশ, প্রতিবেশ, আস্থা, আর্থিক সংগতি/অসংগতি সব জেনেই পরামর্শ দেয়া যায়। এ মুহূর্তে আপনার প্রতি আমাদের পরামর্শ হল উপরের যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে তার যথাযথ উত্তরসহ আপনার ছেলের case বিস্তারিত লিখুন তারপর প্রথমে আপনি নিজে এবং পরে ছেলেকেসহ একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন এবং তাঁর দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করুন, হয়ত এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি। আপনাদের জন্য শুভ কামনা।

৩. *প্রশ্ন: আমারবয়স ১৭, ১৮ হতেযাচ্ছে, পুরুষ। আমি শুচিবাইগস্ত, তরল জাতীয় পদার্থ আমার শরীরে লাগলে অথবা ধুলা জাতীয় ময়লা লাগলে অস্থির তা বোধ হয়। বাসায় কোনো একটা জিনিস উল্টে থাকলে, সেটা সোজা করতে হয়-হোক সেটা পাপোষ বা জুতা কিংবা মগ-জগ। অন্যদিকে আমার ইনসমনিয়া, সোশ্যালফোবিয়াও আছে। ২০১৫ সাল থেকে ঘরোয়া আসক্তি ও ভার্চুয়াল জগতে হারিয়ে বাস্তবতা কী ভুলে গিয়েছি। আচরণগত দিক দিয়ে খুব বদ মেজাজি হয়ে উঠেছি।*

উত্তর: সরাসরি যদি বলি, তোমার সমস্যা তিনটে- শুচিবাইগ্রস্ত, ভার্চুয়াল আসক্তি, যা' ইনসমনিয়ার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হচ্ছে এবং কিছুটা 'কুসংস্কারাছন্ন'।

'শুচিবাই' বা 'কুসংস্কার 'থেকে বেরিয়ে আসতে হলে তোমার মনে এটা গেঁথে যেতে হবে যে, এ অভ্যাস ধরে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। গায়ে একটু ধুলো ময়লা লাগলে কী-ই বা ক্ষতি? ভাবতে শুরু করো- 'মাটিতে গঠিত কায়া, অন্তে মাটি হবে'। অর্থাৎ আমার এ শরীর মাটি দিয়ে গড়া, আর আমি যেদিন থাকবো না সেদিন আমার শরীর আবার মাটিতে মিশে যাবে। প্রয়োজনে খালি পায়ে হাঁটা অনুশীলন করো, পুকুরে নেমে গোসল শুরু করো এবং দৃঢ়তার সাথে ভাবতে শুরু করো-এগুলো সমস্যা নয়।

আমি তো সবসময়ই পরিষ্কারই থাকি এ রকম ভাবো দেখবে আস্তে আস্তে তোমার 'শুচিবাই' কমবে এবং কমতে কমতে চলে যাবে। একইভাবে, কোন জিনিস যদি উলটে থাকে, তাতে তোমার অসুবিধাটা কি?তুমি ভাবতে শুরু করো-দুনিয়ার সব কিছু সরল রেখায় চলে না, ওলট পালট কখনো কখনো হতেই পারে। কখনও কখনও ignore করতে হয়, তা' যদি তোমার নিজের কোন ক্ষতির কারণ না হয়।

সবশেষে 'ভার্চুয়াল আসক্তি' আমাদের সমাজে একটা বড় ধরণের আসক্তি হিসেবে রূপ নিচ্ছে। আশে-পাশে, ভাই-বন্ধু, পরিবার-পরিজনের সাথে সরাসরি যোগাযোগে সচেষ্ট হও। ইচ্ছে করে তোমার মোবাইল, ট্যাবের ডাটা অফ করে দাও, কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযুক্তিও বন্ধ করে দাও এবং সামাজিক ও পারস্পারিক যোগাযোগ বাড়াতে চেষ্টা করো দেখবে ধীরে ধীরে ফল পাচ্ছো। এজন্য তোমার মানসিক দৃঢ়তা প্রয়োজন। নিজেকে বদলাতে চাইলে তা'প্রথমে তোমাকে ধারণ করতে হবে মনের ভেতরে এবং সেইসাথে বদলানোর জন্য দৃঢ় তা রাখতে হবে। অনুশীলনই তোমাকে এ অবস্থা থেকে বের হতে সাহায্য করবে। ভালো থেকো।

প্রজন্ম কথা

Voice of the generation

PROJANMO Kotha

MARCH 2019

Status of Women Bangladesh Scenario

'Independence'- Rights and Obligation Responsibility

Meeting premises for Rent in Green Outskirts of Dhaka

Gazipur Complex

POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER (PSTC)

Facilities

PSTC has five training rooms adequate for five groups of trainees. The rooms are air-conditioned, decorated and brightened up with interested posters and educational charts. Multi-midea projector, video camera, still camera and multiple easel boards are available in the classrooms. There are dormitory facilities for accommodating 60 persons in Gazipur Complex. Transport facilities are also available for the trainees for field and site visits.

General information

Interested organizations are requested to contact PSTC.

We are always ready to serve our valued clients with all our expertise and resources.

Hall rent

: Tk. 15,000/- (Table set up upto 100 persons and Auditorium set up upto 200 persons) per day
: Tk. 8,000/- (upto 40-50 persons capacity) per day
: Tk. 6,000/- (20-30 persons capacity) per day

Accommodation

: Taka 1500/- per day Single Room (2 Bedded AC Room)
If one person takes, then per room Tk. 1,200 (Subject to Availability) per day
: Taka 1200/- per day Double Room (4 Bedded Non AC Room)
If two/three persons take, then per bed Tk. 500)

Food Charge

: Tk. 300/- - 400/- per day per meal

Multimedia

: Tk. 1500/- per day

pstc
working for population & development
POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER-PSTC
Address: PSTC Complex, Masterbari, Nanduain, Kaultia, Gazipur Sadar, Gazipur
Phone: 9853284, 9884402, 9857289, E-mail: pstc@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

Editor
Dr. Noor Mohammad

Publication Associate
Saba Tini Shimu
Sarara Musharrat Turna

Photographer
Hossain Anwar

Contents

PAGE 2
Status of Women; Bangladesh Scenario

PAGE 6
"Independence"- Rights Responsibility and obligation

PAGE 8
PSTC Welcomes Spring

PAGE 10
Balukhali Health Camp Visit

PAGE 11
Workshop on Comprehensive Sexuality Education (CSE)

PAGE 12
Celebrating International Women's Day

PAGE 14
Sharing Session on HIA NTR Findings

PAGE 15
PSTC's Founder Commander (Retd.) Abdur Rouf Remembered

PAGE 16
Youth Corner

EDITORIAL

Women's equality has made positive gains, but the world is still unequal. We have though progressed, but we need still to go long way. We have though progressed, but we need shill to go long way Deprivation of liberty, exploitation and violence against women is all over the world. Women are continually fighting for their survival in this cruel world. They are being forced to lag behind their rights.

Although we live in a country having women leadership, the rights of women are trampled at every step. But there is a ray of hope comes to our mind when we see the progression of our women. The number of working women increased to 18.6 million in 2016-17 from 16.2 million in 2010. Bangladesh secured the 47th position among 144 countries in 2017 as per The Global Gender Gap Report. Participation of girls in primary schools has been increasing as their overall enrollment rose from 57% in 2008 to 95.4% in 2017.

The concept of women's empowerment and efforts in this area has helped the country to attain a steady progress in gender equality. Both the government and non-government sectors have played significant roles and they have often worked in a collaborative way.

To celebrate womanhood, International Women's Day is observed every year on 8 march. This day celebrates the social, political and economic achievements of women while focusing world attention on areas requiring further action. It is also known as the United Nations (UN) Day for Women's Rights and International Peace.

We also have our independence day in this month on 26 March. It commemorates the country's declaration of independence from Pakistan while the then Pakistan started genocide on 25 March 1971. Our women's contribution in the liberation war was remarkable as well. Bangladeshi women played a significant role in 1971 by working as combatants, informants, nurses, and so on.

As a sensible citizen, it's our duty to protect the sovereignty of our country by all means. We should encourage our women and make a pathway for them to flourish in every aspect of their lives so that they can move forward along with the men to protect our beloved motherland.

Editor

Projanmo Founding Editor: Abdur Rouf
Edited and published by Dr. Noor Mohammad, Executive Director Population Services and Training Center (PSTC).
House # 93/3, Level 4-6, Road # 8, Block-C, Niketon, Dhaka-1212.
Telephone: 02 9853386, 9853284, 9884402. E-mail: projanmo@pstc-bgd.org

This publication could be made possible with the assistance from The Embassy of the Kingdom of the Netherlands through its supported project SANGJOG

Status of Women; Bangladesh Scenario

Sarara Musharrat Turna

Though our national poet Kazi Nazrul Islam sang about equality and acknowledged the equal role of men and women in the welfare of the society, most people do not admit that. Women are lagging behind because of the barriers in the society. To give women the capacity to overcome those obstructions is why the movement for women had started, movement for the freedom of women.

In the year 1857, the female garment workers took the streets to demand equal pay and voting rights and reduction in work hours which is assumed to have initiated the movement. Later at the beginning of the twentieth century, the movement got stronger. Since 1908, different programs have been observed and later 8th March was celebrated as International Women's Day. United Nations has been celebrating it since 1975. Since 1996 every year a theme is selected targeting the Women's Day and this year it is as follows

'Think equal, build smart, innovate for change.'

The Status of Women in Bangladesh

Women's Day is being celebrated nationally in Bangladesh since 1984. Various steps are being taken by different institutions including the Government for the advancement of women. Still the question remains, how these women are actually doing in this country on the one day dedicated to them when they wear purple and how are they for the rest of the 364 days.

In the political scenario of Bangladesh, though women are holding some important

posts including that of the Prime Minister but they are still not safe. The overall position of women in the high ranks is not satisfactory either. According to the information of Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), at present only 7.6% of the administrative top ranks are held by women. The number of approved posts in government and semi government institutions is 1,096,334 of which 83,133 are occupied by women.

Among the parliament members elected directly excluding the reserved seats, the percentage of women is 7.33. In fact, there are controversies regarding reserved seats as the women selected for those seats do not have the right to give opinions regarding the formulation of laws or the decision making process in the parliament.

While Women's Day is being celebrated all over the world on March 8, somewhere out there a woman is being a victim of violence and oppression. Women are unsafe everywhere irrespective of whether they are at homes or outside, in roads or vehicles, at workplaces or in educational institutions. They are being violated even by the Police, who are responsible for the ensuring security in the first place. Protectors are becoming perpetrators. Everyday there are news of gruesome violence being covered in the media. Grave discussions are being held regarding the safety of women. But at the end of the day, it can be seen that even the men working with the women are physically and psychologically abusive to the women in their own family. This is why the women in our country are not safe even in their own families.

In the meantime, harassers are blocking women in the roads. The rate of neither acid violence nor dowry has reduced to a significant level. Thousands of women are being raped everyday, like Tonu.

At one point, it was thought that educated women are independent women and they are relatively secured than others. However, there is no certainty that educated women will be independent or will not be the victims of abuse, the biggest example being Rumana Monzur, a faculty of Dhaka University tortured severely by her husband. A statistics of Bangladesh in the year 2014 shows that physical, sometimes mental, sometimes financial and sometimes sexual oppressions take place in both urban and rural areas among upper class, lower class, highly educated and less educated people. For the first time in a government survey, it has been told that 87% of the married women are abused at their homes by their husbands. In this survey done by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), it is observed that 81.6% women are tortured mentally at their husbands' homes and the percentage of women who are the victims of physical abuse is 64.6.

Begum Rokeya, a pioneer in awakening of women in Bangla spoke about the slavery of

UN Themes to observe International Women's Day

Year	Theme
1996	Celebrating the Past, Planning for the Future
1997	Women and the Peace Table
1998	Women and Human Rights
1999	World Free of Violence Against Women
2000	Women Uniting for Peace
2001	Women and Peace: Women Managing Conflicts
2002	Afghan Women Today: Realities and Opportunities
2003	Gender Equality and the Millennium Development Goal
2004	Women and HIV/AIDS
2005	Gender Equality Beyond 2005; Building a More Secure Future
2006	Women in Decision-making
2007	Ending Impunity for Violence Against Women and Girls
2008	Investing in Women and Girls
2009	Women and Men United to End Violence Against Women and Girls
2010	Equal Rights, Equal Opportunities: Progress for All
2011	Equal Access to Education, Training, and Science and Technology: Pathway to Decent Work for Women
2012	Empower Rural Women, End Poverty and Hunger
2013	A Promise is a Promise: Time for Action to End Violence Against Women
2014	Equality for Women is Progress for All
2015	Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it!
2016	Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality
2017	Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030
2018	Time is Now: Rural and urban activists transforming women's lives
2019	Think equal, build smart, innovate for change

Chronology

1857: Protest by women garment workers in New York on March 8 (now considered to be a myth)

1908: 15,000 women marched through New York City demanding shorter hours, better pay and voting rights.

1909: The first National Woman's Day was observed in the United States on 28 February, organized by the Socialist Party of America

1910: Second International Conference of Working Women was held in Copenhagen

1911: International Women's Day was honored the first time in Austria, Denmark, Germany and Switzerland on 19 March, as a result of Copenhagen initiative

1913: International Women's Day was transferred to 8 March and this day has remained the global date for International Women's Day ever since. Women held rallies either to protest the war or to express solidarity with other activists from the following year.

1917: Russian women began a strike for "bread and peace" in response to the death of over 2 million Russian soldiers in World War I. it was held on the last Sunday in February (which fell on 8 March on the Gregorian calendar).

1975: The United Nations began celebrating International Women's Day (IWD) on 8 March during International Women's Year.

1977: General Assembly passed a resolution to observe United Nations Day for Women's Rights and International Peace on any day of the year in accordance with the member states' national and historical traditions.

1996: The UN commenced the adoption of an annual theme.

Women kind. Our conservative patriarchal society intentionally keeps the slavery alive. So as a woman in this country it is not easy to establish oneself like that of a man breaking all the barriers.

To overcome this situation both government and non government initiatives are being taken but the desired level of implementation still to take place.

Despite of that, there is hope as among the total 17 objectives of the Sustainable Development Goals (SDG) declared by the United Nations, the 5th clause is 'Achieving gender equality and empowerment of all women' and in completing this milestone, the advancement of Bangladesh compared to the other developing countries is satisfactory. According to a report in 2017 about the 'Global Gender Gap Index' published by World Economic Forum, the position of Bangladesh is 47th.

On behalf of the Government, under the Ministry of Women and Children Affairs, various works are being done to prevent dowry and child marriages, to provide legal help and vocational education, to give microcredit and for the development of women entrepreneurs. The primary goal of these programs is to make the women in our country self reliant and to ensure their social and financial security. For a gender neutral and safe society for children and in establishing the rights of women and children, these programs play an effective role in incorporating women empowerment in the mainstream development. In case of an incident of women and childrentrafficking or if there is a possibility of that happening, helpline can be reached at 109 where one can seek help. This helpline has been created to protect women who have been victims of violence. Besides, in the 2017-2018 financial year, 40 ministries have been extended to 43 and gender budget has been announced.

At present, different non-government institutions or organizations are working on the development projects for women either by their own or along with the government.

The ratio of man and woman in the population is almost equal in Bangladesh. For the development of such a huge number of women, a conscious portion of the male population has come forward. They are working alongside women as development workers. They are trying to make the work environment better for their female co-workers. The young generation has learnt to protest seeing the violence against women. Their presence in case of safety of women bears the light of hope.

Even after the development of women's position in different countries, our society is so unresponsive in giving women their rights, freedom and independence though it is her womb from which we all take birth. A lot of people even shy away from giving women the respect they deserve by celebrating a day solely for women. A part of the society refuses to believe women are equal as men though it is by competing with men that women are now doctors, engineers, lawyers or a journalist. The women in this country are not lagging behind in sports either as they have been awarded in cricket, football, weight lifting, shooting etc. Women are now taking responsibility of their family, their elderly parents and is proving at every step that she is not a burden on the society through trials and acing the trials. As an equal to a man, the women of this country has summited Mount Everest as well. Steps that are required so that a woman can strengthen her position in the society as an equal to a man, should be undertaken by the men and women on all levels.

The writer has been working with PSTC as Program Associate. She could be reached at sarara.mt@pstc-bgd.org

'Independence'- Rights, Responsibility and obligation

Shakila Matin Mridula

The war has ended long ago! We have been living in an independent country. The red-green flag is the symbol of our freedom. Our boarders are free. We are free to speak in the language we want to. If everything of the land is free – why do we have to consider the freedom of women and women in freedom? Existential crisis? Demand of time? Or writing just for the sake of writing?

"Independence" -a heart wrenching word. Desired consciousness. On one hand, independence is a right. On the other hand, it is a responsibility and obligation. Freedom lies in independence, independence lies in freedom. Right from birth, we desire independence. In my land is my existence, in my language is my individuality, boarder is my safety and the under the sky is my dependency. Where there is existence, individuality and safety- there lies independence, desired freedom. Achievement of independence is difficult. It is more difficult to retain independence. Rather than being happy with the achievement, the fight over reward and recognition is getting more and more difficult to solve. From time to time, our independence is at stake! If this is so, is our independence lost? Is she stuck within the vicious circle of "I" and "self-ness" as well? "I" and everything that I have- belongs to all of us. We attained independence together as a unit. Therefore, independence does not belong to only one person. If everything is ours, why is the recognition for the liberation war not considered for all of us? Why is women's role in the liberation war not yet clarified? Why did we have to wait 29 years for women's role to be recognized? The role of women during liberation war is yet to be completely acknowledged. Conserving the firearms of the freedom fighters, providing shelter, locating the position and monitoring the activity of the enemy-were the role of women in this criteria undeniable? Were the women who collected food-money and dedicated themselves to serve the injured freedom fighters, not freedom fighters themselves? Were their works any less risky? To spy on the enemy, the women had to dress themselves in bizarre ways- sometimes as beggars, sometimes as snake charmer's wives and sometimes even as lunatics. In village, the simple mother who at the stake of her own life sent her husband and child to the war was her role any less? The role of women during the liberation war was only confined to the raped and tortured women. Even in this case fate decided to interlude. The brutally tortured women were deprived of social recognition and acceptance! Alas! Our shameless civilization!

From the very beginning, women spontaneously participated in the war for freedom. On 8th March, 1971 women participated in raising black flags on every building. To directly participate in the war- many women took training in Gobra and Lembuchar camp. Dr. Setara Begum and Bhanu Bibi (Taramon Bibi) have received the award "Bir Protik" ("Symbol of Bravery") for their courageous act of participating directly in the war. Camp worker Benilal Dash Gupto, Shovarani Mondol, Kakon Bibi (member of Khashia aboriginal group), Shirin Banu, Bithika Bishwas, Gitosri Chowdhury, Aleya Begum, Ferdous Ara Begum, Ashalata- Boiddo, Rokeya Kabir. are few of the women who have played a significant role in the head to head war. The women made hand-grenades and acid bulbs and supplied these to the freedom fighters in the battlefield. Bithika Bishwas and Shishir Kona destroyed a gun

boat by charging a hand grenade, Aleya Begum fought in warrior's clothing, even at the beginning of the war Shirin Banu participated in the resistance movement in Pabna, by being disguised as a man. There could be so many incidents like this that yet we do not know of!

There was a nursing training center established for the liberation war. 32 Bengali women received training from there and later served the freedom fighters in different hospitals and battlefields. Besides this, numerous self-motivated and informal services have been provided.

Even the cultural performers had a significant role in the liberation war. The group members went from place to place to collect money for the freedom fighters. Swadhin Bangla Betar Kendra (radio broadcasting center of Bengali nationalist forces during the Bangladeshi Liberation War) played a vital role in the struggle for liberation, supplied encouragement to the freedom fighters. In this group, the women performers were no less in number!

Everyone fought for freedom and independence, so why would the award and recognition only be given to one? Are women not part of everyone? It is difficult to unite everyone. Because of the inability to unite, so much discrimination remains. Due to the discrimination of society, women lag behind. The discrimination is not only between men and women. The discrimination is present among the people of different case, religion, and breed. The entire society is caged in poverty. Poverty is a part of our economy, education, morality, sentimentality and consciousness. Therefore, discrimination is still prevalent as an autocratic ruler. If every kind of poverty is removed, discrimination will be removed as well.

We in a definite way do not know "what we want" although we keep trying to "attain it". We should have a clear idea of what we will attain, why we will attain, how much we will attain and how much we should attain it. In the dark at night selling of women as entity, the judge promoting injustice, the ugly madness of the masked people- restrict our view. So many things remain unknown and unidentified. Lack of sense and awareness starts from there! If the liberation war is crushed into fragments, how can the independence remain as a whole unit? The integrity of the war of liberation does not only consist of the voice of a woman, a group of women or all the women together. Why would it? Women are not a separate entity. The absence of proper recognition of women does not symbolize integrity of the independence. For the integrity of the liberation war, establishing the right of a women as a human, is not against the position of a man.

Sufia Kamal has said, 'Freedom does not mean selfish acts; it means establishing one's right, involving oneself in the acts that preserve human dignity'. The bard of nation and movement against the British,- Syed Ismail Hossain Shiraji writes,-

" Without water plant does not grow-
Without blood independence cannot germinate.
Without good spraying of water
there is no other way
to save the freedom like ambrosia-tree
whose fruit is the seed of justice."

The writer is a
Program Manager of PSTC
She could be reached at
shakila.m@pstc-bgd.org

PSTC Welcomes Spring

Population Services and Training Center (PSTC) welcomed spring on 13 February. The whole office was in a festive look and was decorated with flowers. Most of the members wore Saree and Panjabi.

A cultural program was arranged in the afternoon. PSTC officials participated in the program. Dr. Sushmita Ahmed and Saba Tini Shimu started the program with a song. HIA team leader Dr. Sushmita gave a welcome speech.

Tanim Sayeed, Kaniz Gofrani Quraishi and Shakila Matin Mridula recited poems. A short drama was presented by the new members of PSTC. There was stand-up comedy too. Besides, Suhash Mahmood also sang a song.

Head of Programs Dr. Mahbubul Alam and Team Leader Zohurul Islam shared their experiences regarding Pohela Falgun.

In concluding remarks, executive director of PSTC Dr. Noor Mohammad said that PSTC tries to organize various programs throughout the year to make their workers feel relieved from their monotonous work. He appreciated everyone's spontaneous participation.

■ *Sarara Musharrat Turuna*

Balukhali Health Camp Visit

Population Council's delegates Mr. Jerry Cunningham and Mrs. Diane Cunningham from New York, USA have visited PSTC's Health Camp for the Rohingya population at Balukhali, Ukhia, Cox's Bazar. The visit took place on 12 February 2019.

During the visit, they observed the situation of Rohingya population and their health care needs. They talked with the services providers and observed the health care services provided by PSTC-SANGJOG. They also had a conversation with the Rohingya patients who came for treatment at the health camp.

Dr. Ubaidur Rob, Country Director of Population Council and Head of Programs of PSTC and SANGJOG team leader Dr. Mahbubul Alam were also present during the visit along with the delegates.

■ *Saba Tini Shimu*

Workshop on Comprehensive Sexuality Education (CSE)

UBR (Unite for Body Rights) Bangladesh alliance and RHRN (Right Here Right Now) Bangladesh Platform recently arranged a workshop regarding making one voice on Comprehensive Sexuality Education (CSE). The workshop took place on 13 February 2019 at Banani.

Executive director of DSK (Dustho Shastho Kendro) and chairperson of UBR steering committee, Dr Dibalok Singha along with Netherlands Embassy's first secretary (SRHR gender) Dr. Annie Vestjens inaugurated the event.

Iqbal Hossain, Education Specialist of UNICEF Bangladesh discussed about workshop objectives. National coordinator of RHRN (Right Here Right Now) Bangladesh Saraban Tahura Zaman gave a short brief on working area of UBR Bangladesh Alliance and RHRN platform.

There were two panel discussions. First one was moderated by Rokeya Kabir, executive director of Bangladesh Nari Progoti Sangha. Associate professor at Department of Population Sciences, University of Dhaka Dr. Mohammad Bellal Hossain, head of health program at Plan International Bangladesh Dr Ikhtiar Khandakar and Senior Scientist of ICDDR,b Dr. Ruchira Tabassum Naved joined the session as panel members. They discussed on the gaps and barriers of CSE.

The second panel discussion was moderated by the executive director of PSTC Dr Noor Mohammad. Managing director of Red Orange Media & Communication and ShareNet Bangladesh Arnob Chakrabarty, Mahfuza Rahman from UNESCO and former director of IER at University of Dhaka, Prof. Salma Akhter were the panel members and they talked about the way forward and collaboration among the active organizations regarding CSE.

The speakers of the two sessions mainly discussed on how collaboration with government can create an impact on comprehensive sexuality education. Media can play a vital role in creating awareness among the general people regarding sexual issues. Making one voice is important as without collaboration and coordination among the active organizations, the goal of making a fruitful curriculum for children would never be possible.

■ *Kaniz Gofrani Quraishy*

Celebrating International Women's Day

Sunday, 10 March 2019, the three NGO networks, namely Hello I Am (HIA), Right Here Right Now (RHRN) and Unite for Body Rights (UBR) jointly had the Celebration program on the occasion of International Women's Day at Chhayanaut Bhaban in Dhanmondi. The networks have been working for the betterment of the women towards establishing Gender Equality in the country. The networks also showed its solidarity to the global hash tag movement #BalanceforBetter.

Meher Afroze Chumki, Honorable Chair of the Parliamentary Standing Committee for Women & Children Affairs, Bangladesh Parliament graced the occasion as the Chief Guest while His Excellency Harry Verweij, the Dutch Ambassador and Dr. Asa Torkelsson, the UNFPA Representative were present as the Special Guests at the event.

Musical Band 'Madal, thematic drama 'Breaking the Cycle' by the young people, group dance by the transgender community 'Essence of Soul' and singer Shayan performed during the program.

Meher Afroze Chumki, MP while discussing at the event, highlighted the Bangladesh achievement towards gender equality and underlined the government's continuous effort to establish the rights of women folks who are half of

the population of Bangladesh. She mentioned women's participation in the workplace, leadership role in the political and social arenas and access to credit can be regarded as empowerment of women.

Referring to the Dutch policy of development cooperation, Harry Verweij shared his govt.'s stand on improving the position of women in the society which includes 'zero tolerance' to violence against women, fair share in politics, economic emancipation, and balanced role of women in every sector. He continued saying Bangladesh is one of the friendly countries of the Netherlands with whom they love to work with and most of the NGOs that are organizing this event are the partners of the embassy.

Dr. Asa Torkelsson mentioned empowering women is the key to bring gender equality for any nation. She added, without achieving gender parity, the 2030 Agenda for Sustainable Development will be hard to achieve.

Among others present in the event were Rokeya Kabir, executive director of BNPS, Dr. Noor Mohammad, executive director of PSTC & M Habibunnesa of Nari Pakkho, Saleh Ahmed, executive director of Bandhu and Dr. Dibalok Singha, executive director of DSK who expressed their solidarity towards establishing the rights of women and bring change where balancing would be the key for betterment. It is to be noted that this year's theme for International Women Day was: Think Equal, Build Smart, Innovate for Change!

■ *Shakila Matin Mridula*

Sharing Session on HIA NTR Findings

A sharing session on mid-term review findings of Hello, I am (HIA) project was organized by PSTC on 27 January 2019 at Hotel Golden Tulip The Grandmark Dhaka. The session started with the welcome speech of the executive director of PSTC Dr Noor Mohammad.

Mid-term review findings and recommendations for the project was presented by researchers from ResInt Canada and ResInt Bangladesh Dr. Khalid Hasan and Tanzina Akter. The floor was then opened for a brief question-answer session.

There was an interactive session in small groups on key findings from the mid-term review and the recommendations. The participants atried to build out the way forward of the project bord on the findings facilitated by Anna Page, a researcher of Rutgers.

After lunch, a presentation on positive deviance pilot and recommendations was delivered by associate professor of University of Dhaka Dr. Md. Bellal Hossain. Participants asked him some questions regarding the presentation.

The last presentation was conducted by Al Mamun from BBC Media action about works and plans for HIA project. He talked thoroughly about the rapid audience feedback (both television and radio) and observation findings from outreach training as well as the follow up visits.

Dibalok Singha, executive director of DSK, Quazi Suraiya Sultana, executive director of RHSTEP and representatives from PSTC RHSTEP, Rutgers, Dustho Shastho Kendro (DSK) and BBC Media Action – implementation and edutainment partners of the project were also present at the session.

■ *Dr. Sushmita Ahmed*

PSTC's Founder Commander (Retd.) Abdur Rouf Remembered

Population Services and Training Center (PSTC) observed the 4th death anniversary of PSTC's founder Commander (Retd.) Abdur Rouf with due solemnity on 27th February.

The day started with laying of wreath and offering Program at the grave of the founder. A memorial meeting was held at PSTC head office in the afternoon.

Executive director of PSTC Dr. Noor Mohammad and other officials at the head office joined the meeting. The speakers of the meeting highlighted the charismatic life of Commander (Retd.) Abdur Rouf and said his contribution to Bangladesh development sector will always be remembered. Colleagues who worked with him in PSTC discussed about his courage, his punctuality and other virtues.

There was a brief presentation showed to the attendees regarding the life of Commander (Retd) Abdur Rouf.

Dear young friends, there is a time in life everyone has to pass through which is also known as 'teenage'. This teenage is basically from 13-19 years of age. Sometimes it is called adolescent period which is very sensitive. During this period, some physical as well as emotional changes occur which are at times embarrassing. We have introduced this page for those young friends. Do not hesitate to ask monotheistic or psycho-social questions as well as questions related to sex, sexuality and sexual organs in this page. We will try to give you an appropriate answer. You may send your queries to the below address and we have a pool of experts to answer.

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

1 ***Question:*** *Husband cannot fulfill physical or mental desires of his wife, but the family pressurize the wife to conceive as they have been married for 2 years. Should they think of taking a baby then?*

Answer: The relationship between a husband and a wife is a mutual relationship. This is the relationship to share happiness and sorrow, to stay with each other even without a specific reason. This relationship is psychological, physical, earthly, emotional, relationship of mutual trust and respect. A couple can fulfill and obtain all these features through discussion. Conjugal relationship is not a matter of playing hide and seek with each other. If there is any lacking in the relationship, a couple should get over the situation through a thorough discussion with patience. Have you ever discussed your unfulfilled desires with your partner? I am again focusing on a point, you have to inform him about all your dissatisfaction with due respect and you have to remember, to turn the displeasures into your desired pleasure, both of your cooperation is needed. You should also try to know if he has any dissatisfaction with his life as well. Remember one thing, no one is absolutely perfect. Problems can be solved through an open discussion. Both have to agree to consult with a specialist and experienced doctor if needed. Distance can be reduced if you both take initiatives. There should be mutual consent if you want to conceive a baby. You should start discussing with your partner forgetting all the egos right now. You can also take suggestions from a person who is acceptable to both you. But remember, the person MUST BE acceptable to BOTH of you. Otherwise, you can get suggestions from a professional consultant or a doctor as well. Lastly, you have to decide what you SHOULD do. Professionals can only suggest you to decide your activity.

2 ***Question:*** *My son has been a drug addict for the past 2 years. He does not listen to any of my advice. He often stays outside home at night. He is not continuing his study, does not behave properly with family members. What should I do in this situation? I would be grateful if you suggest me something in this regard.*

Answer: Your and your son's problems are presented in a very generic way. It is really hard to give a generic suggestion in this situation. You should have included some more information in your son's case. You have not mentioned your son's age. Though you are saying that he has been into drugs for the past two years, but what was the situation before that? You have notified us about four 'NO's- 1) He does not listen to you. My question is, why? From when? 2) Does not stay at home at night, why? When did you give him the permission of staying outside home for the first time? What actually attracts him to stay outside home? 3) Is not continuing his study, how long did he study? Why did he decide to leave his study? 4) Does not behave properly with family, how rude he is towards you? Why? From when this rude behavior started?

We have to know about your conjugal life as well. Who else live in the family? We can give suggestions only when we know all about the environment, neighborhood, financial and social condition. For now, I can only suggest you to write your son's case again with all the necessary information I have asked for. Then you can consult with a specialist first and then with your son. Try to take necessary steps as per his/her suggestions. Time is not over yet. Best wishes for you.

3 ***Question:*** *I am 17 years old, soon to be 18, male. I have an excessive cleanliness disorder. I feel irritated if any liquid or any dust sticks to my body. Anything flipped or not in the right position in my home, be it a floor mat or a shoe or a mug, has to be properly placed. On the other hand, I have insomnia, have social phobia as well. I have been lost in the virtual world since 2015 and being detached from the reality. I am behaving like a short-tempered as well.*

Answer: If I say directly, you actually have three problems- excessive cleanliness, addiction of virtual world, which is maybe related to insomnia and you are slightly superstitious. If you want to get rid of excessive cleanliness and superstitions, you have to keep in mind one thing, you do not need to retain these things. Would it be a great damage if your body touches dirt? Start thinking that we are all created with soil and get back to it after our death. You can start walking with bare feet, take a bath in the pond if needed. Do not consider these things as problems. By continuing these tasks, you will gradually overcome your excessive cleanliness problem. What is your problem if something is not properly placed? Start thinking that everything in this world does not work in a straight line, flip-flop can happen sometimes. If it does not do any harm, you should know when to ignore. Lastly, addictionof virtual world is gradually turning into a severe addiction in our society. Try to communicate with the people around you such as, with your family members, siblings and friends. You can terminate the internet connection in your mobile, computer and other devices. Try to increase social and interpersonal communication and you will see the progress soon. For that, you need to be mentally strong. You have to be determined and confident enough to change yourself. The only way to get rid of all these problems is to practice. Take care.